

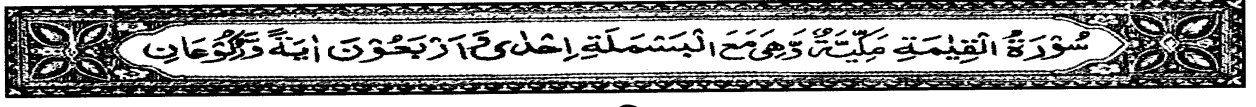
সূরা আল্ কiyামা-৭৫

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে কiyামা বা পুনরুত্থান। কেননা পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীই এই সূরাতে আলোচিত হয়েছে। এই সূরাটি নিশ্চয়ই ‘নবুওয়তের’ প্রারম্ভিক কালের একটি মক্কী সূরা। কেননা মক্কী সূরাগুলোই সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহর একত্ব, পুনরুত্থান ও ওহী-ইলহাম নিয়ে আলোচনা করেছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষভাগে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কুরআনের বাণীকে গ্রহণ করবে তারা এতই উন্নতি করবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে তারা সর্বোত্তম মর্যাদার স্থান লাভ করবে। এই সূরাটি পুনরুত্থান-বিষয় আলোচনা দ্বারা শুরু হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছে, কুরআনের উচ্চাঙ্গীর্ণ শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পুণ্যময় সাহচর্য ও পবিত্রকারী আদর্শ অধঃপতিত আরব জাতিকে উচ্চ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাদের নৈতিক উত্থান ঘটাবে।

সূরার প্রথমে শপথপূর্বক বলা হয়েছে, পুনরুত্থান নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে এবং এই শপথের স্বপক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণকে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রমাণরূপে ‘নাফসে লাউওয়ামা’র শপথ নেয়া হয়েছে। ‘নাফসে লাউওয়ামা’র অর্থ ভর্ৎসনাকারী আত্মা, যার বদৌলতে মন্দ কাজের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। অনুশোচনার ফলে মানুষের নৈতিক উন্নতির উন্মোচন ঘটে। নৈতিক উন্নতির এটাই প্রথম স্তর। অতঃপর সূরাটি অবিশ্বাসীদের একটি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উল্লেখ করেছে। তাদের প্রশ্নটি হলো, মানুষ যখন মৃত্যুর পর একেবারে মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যাবে তখন তারা অবার জীবন লাভ করবে কীভাবে? এই আপত্তির উত্তরে বলা হয়েছে, মানুষ মনে-প্রাণে এই কথা জানে যে পাপ ও অপকর্মের শাস্তি না হয়ে যায় না। অতএব প্রত্যেকের কাজের জবাবদিহির জন্য একটি দিন থাকতে হবে, যেদিন তাদেরকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে কুরআনের বাণীসমূহের (পুস্তকাকারে) সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হওয়া ও ঐশীভাবে অবিকল অবস্থায় এর সংরক্ষণ-কর্মকেও যুক্তিরূপে পেশ করা হয়েছে। যেহেতু অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা কুরআনই পুনরুত্থানের নিশ্চয়তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, সেহেতু কুরআনকে পূর্ণাকারে সংরক্ষণও করা হয়েছে। তারপর মানুষের মৃত্যুকালীন মনোকষ্টের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরে মৃত্যু থেকে বাঁচবার আকুল আকৃতি চিত্রিত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, মৃত্যুকালে মানুষের মনে এই ভয় প্রকট হয়ে উঠে যে তাকে এখন কাজের হিসাব দিতে হবে। সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে ভর্ৎসনার সুরে উপদেশ দেয়া হয়েছে, মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাকে নিশ্চয়ই জবাব দিতে হবে। অবিশ্বাসীদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, মানুষের দৈহিক গঠন ও অবয়ব একটি মাত্র নগণ্য শুক্র-বিন্দু থেকে সম্পন্ন হয়েছে। এতেই সে পূর্ণাকৃতির মানুষ হয়েছে, নানাবিধ শক্তি ও ক্ষমতাসমূহে ভূষিত হয়েছে এবং অগণিত গুণাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। এর দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে বুঝা যায়, মানব-জীবন এক মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অস্তিত্বে এসেছে। অতএব দেহরূপ তাঁবু থেকে আত্মার প্রস্থানের সাথে সাথেই তার যাত্রা শেষ হতে পারে না।



সূরা আল্ কiyামা-৭৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৪১ আয়াত এবং ২ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী^{১৭৫}।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সাবধান!^{১৭৬} আমি কiyামত দিবসের কসম খাচ্ছি।

وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ②

★ ৩। আর আমি বার বার ভর্ৎসনাকারী আত্মার^{১৭৭} কসম খাচ্ছি।

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ③

৪। মানুষ কি মনে করে আমরা তার *হাড়গোড় কখনো একত্র করবো না?

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ④

৫। বরং আমরা তার আঙ্গুলের ডগাগুলোও পুনঃস্থাপন করার ক্ষমতা রাখি^{১৭৮}।

بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ ⑤

★ ৬। কিন্তু মানুষ অব্যাহতভাবে পাপ করতে চায়।

بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑥

৭। সে *জিজ্ঞেস করে, ‘কiyামত দিবস কবে আসবে?’

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ⑦

দেখুন : ক. ১ঃ১, খ. ২ঃ৮৩; ৩ঃ৫৪; ৫ঃ৪৮; ৭ঃ১১-১৩ গ. ৭ঃ২; ৭ঃ৪৩।

৩১৭৫। ১ঃ১ দেখুন।

৩১৭৬। এখানে এই ‘লা’ শব্দটির তাৎপর্য হলো, তারা যে রূপ মনে করে বিষয়টা সেরূপ নয়। সময় সময় ‘লা’ শব্দটি আপত্তি খন্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা পূর্বে যা হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যা হবে তা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (মুফরাদাত, লেইন)।

৩১৭৭। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি বড় বড় স্তর রয়েছে বলে কুরআন উল্লেখ করেছে। প্রথম স্তরটিকে বলা হয়েছে ‘নফসে আন্নারা’র বা মন্দকাজের আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মার স্তর। এই স্তরে মানুষের পাশবিক বা জৈবিক শক্তির প্রাধান্য থাকে। দ্বিতীয় স্তরটি হলো ‘নফসে লাউওয়ামা’র স্তর বা ভর্ৎসনাকারী আত্মা’র স্তর। এই স্তরে মানুষের জাগ্রত বিবেক মন্দ কাজের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করে এবং তার পাশবিক ইন্দ্রিয়-সমূহসহ মানসিক ক্ষুধাগুলোকে পরাভূত করে। এটাই তার নৈতিক পুনরুত্থানের ধাপ। আর সেজন্যই এই পুনরুদ্ধার বা পুনরুত্থানকে কiyামত বা সর্বশেষ পুনরুত্থানের সাক্ষীরূপে এখানে পেশ করা হয়েছে। যদি কোন দায়িত্বই না থাকে এবং পরবর্তী জীবনে যদি তার কার্যাবলীর হিসাব দিতে না হয় তাহলে মন্দ কাজ করে সে বিবেকের তাড়না খায় কেন? আধ্যাত্মিক তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হলো ‘নফসে মুতমায়িনাহ্’ (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা)। এই স্তরে পৌঁছে আত্মা সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে। ভুলভ্রান্তি ও পাপাসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে তার ইচ্ছা একাকার হয়ে যায়।

৩১৭৮। ‘বানান’ (আঙ্গুলের ডগা) বলতে, মানুষের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ্যকেই বুঝায়। কেননা আঙ্গুলের সাহায্যে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তু ধরে এবং প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কাজ করে। শব্দটি দ্বারা মানুষের সর্বাস্থ্যকেও বুঝাতে পারে। কারণ অনেক সময় বস্তুর অংশ দ্বারা সমস্ত বস্তুটাই বুঝায় (যেমন ‘এবার মাথা-গণনা হবে’ বাক্যে মাথা অর্থ মানুষ)। আয়াতটির তাৎপর্য হলোঃ আল্লাহ্ একটা মানুষের বা একটা জাতির মৃত্যু ও ধ্বংসের পরেও তাকে বা সেই জাতিকে সকল শক্তিনিচয়সহ পুনরুজ্জীবন দানের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

৮। তুমি (উত্তর দাও), চোখে যখন ধাঁ ধাঁ লেগে যাবে

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে

وَحُخِّفَ الْقَمَرُ ۝

১০। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে^{৩১৭৯},

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

১১। সেদিন মানুষ বলবে, ‘পালাবার পথ কোথায়?’

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْبَغْرَ ۝

১২। সাবধান! কোন আশ্রয়স্থল নেই।

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝

১৩। কেবল তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝

১৪। সেদিন মানুষকে জানানো হবে, সে ভবিষ্যতের জন্য কী অর্জন করেছে এবং পিছনে কী ছেড়ে এসেছে^{৩১৮০}।

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝

★ ১৫। আসলে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত,

بَلَىٰ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ ۝

১৬। যদিও সে তার বড় বড় অজুহাত উপস্থাপন করে।

وَلَوْ أَنفَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝

১৭। (হে নবী!) তুমি এ (কুরআন) মনে রাখার জন্য তোমার জিহ্বাকে দ্রুত নাড়াবে না।

لَا تَحْرِيكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَنَجَّلَ بِهِ ۝

দেখুন : ক. ৫৬ঃ৫-৬; ৭৯ঃ৭ খ. ৩৩ঃ৪৬; ৪৮ঃ৯ গ. ২০ঃ৭৯; ২৬ঃ৬৭; ২৮ঃ৪১ ঘ. ৮২ঃ২ জ. ২০ঃ৪; ৭৪ঃ৫৫; ৭৬ঃ৩০; ৮০ঃ১২।

৩১৭৯। ‘সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে’ এই বাক্যটি দ্বারা ‘সৌরজগতে মহা বিপর্যয় ঘটবে’ বুঝাতে পারে। আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে এই : আরব ও ইরান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। কারণ ‘চন্দ্র’ হলো আরব জাতির ক্ষমতার প্রতীক এবং ‘সূর্য’ ইরানের। এছাড়াও আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে, মহানবী (সাঃ) এর একটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমনের সময় তাঁর সত্যতার চিহ্নস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে (বায়হাকী, দারকুৎনী), যদিও তা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটবে, তথাপি এতে অস্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হবে। এই আয়াতটিতে উপর্যুক্ত হাদীসের ঘটনার প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৮৯৪ খৃস্টীয় সনের রমযান মাসে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে পূর্ব গোলাার্ধে এবং আবারও পশ্চিম গোলাার্ধে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে।

৩১৮০। ‘সে ভবিষ্যতের জন্য কী অর্জন করেছে এবং পিছনে কী ছেড়ে এসেছে’ এর অর্থঃ যেসব পাপকর্ম সে করেছিল অথচ করা উচিত ছিল না এবং যে সকল পুণ্যকর্ম তার করা উচিত ছিল অথচ তা সে করেনি। মোটামুটি অর্থঃ তার কৃত-পাপ ও কর্তব্য-বর্জনজনিত পাপ।

১৮। ৳এ (কুরআন) একত্র করার এবং তা পড়ে শুনানোর দায়িত্ব নিশ্চয় আমাদেরই^{৩১৮}।

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

১৯। অতএব আমরা যখন তা পাঠ করি তখন এর পাঠের (পর) তুমিও তা পড়ে নিও।

وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝

২০। এরপর এর সঠিক ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদেরই।

ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

★ ২১। আসলে ৳তোমরা তা-ই ভালবাস, যা তোমাদের নাগালে রয়েছে।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

★ ২২। আর তোমরা পরকালকে উপেক্ষা করে থাক।

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

২৩। কোন কোন ৳চেহারা সেদিন সতেজসজীব হবে।

وَجُوهٌ يُّؤَمِّدُ نَاصِرَةً ۝

২৪। (তারা আগ্রহভরে) নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে^{৩১৯}।

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

২৫। ৳আর কোন কোন চেহারা সেদিন মলিন হবে

وَوُجُوهٌ يُؤَمِّدُ بِأَسْرَةٍ ۝

২৬। মেরুদন্ড ভেঙ্গে^{৩২০} দেয়া হবে এমন আচরণের কথা ভেবে।

تَنْظُرُونَ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

২৭। সাবধান! ৳প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবে

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ ۝

দেখুন : ক. ১৫ঃ১০ খ. ৮৭ঃ১৭ গ. ৮৮ঃ৯ ঘ. ৬৮ঃ৪৪; ৮০ঃ৪১; ৮৮ঃ৩-৪ ড. ৫৬ঃ৮৪।

৩১৮। ‘বুখারী শরীফ’ থেকে জানা যায়, প্রথমদিকে কুরআনের কোন অংশ অবতীর্ণ হলে ভুলে যাওয়ার আশংকায় নবী করীম (সাঃ) অতিশয় দ্রুতবাক্য অবস্থায় তা কঠিন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। পর্ববর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হলো তিনি (সাঃ) যেন এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে তাঁকে আশ্বাস দেয়া হলো যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কুরআনের অবতীর্ণ বাণীকে বিশুদ্ধাবস্থায় রক্ষা তো করবেনই, তদুপরি এইগুলোকে সংগৃহীত করে পবিত্র ও মনোরম গ্রন্থের আকৃতি দান করবেন (ইন্ট্রাকশন টু দি হলি কুরআন দেখুন)। তিনি এত আশ্বাস দিলেন যে এর (কুরআনের) বাণী বিশ্বময় প্রচার ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও তাঁরই অর্থাৎ আল্লাহরই (১৫ঃ১০)। এই আয়াতগুলোর তাৎপর্য এরূপও হতে পারে : যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কাফিরদের হিসাব দানের ও শাস্তি-প্রাপ্তির দিনের কথা বলা হয়েছে সেহেতু মহানবী (সাঃ) ব্যগ্রতার সাথে ভাবছিলেন যে তাদের ঐ শাস্তির স্বরূপ কী হবে, কুরআনের বাণীসমূহ কীরূপে সংগৃহীত হয়ে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করবে, কী উপায়ে কুরআন বিশ্বময় পঠিত ও প্রচারিত হবে, এসব বিষয়ই আল্লাহর দায়িত্বে। মূল অনুবাদে দেয়া অর্থ ছাড়াও আয়াতটির অনুবাদ এরূপও হতে পারে : “তোমাদের মুখ দ্বারা কুরআনের বাণী ব্যাখ্যা করা, প্রচার করা আমারই (আল্লাহরই) দায়িত্ব” (রুহুল মা’আনী)। এই বাক্যটি নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নতকে মানবের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে এবং কুরআনের পরেই সুন্নতের উপর নির্ভরশীলতাকে নিশ্চিত ও নিরাপদ হেদায়াত বলে গণ্য করেছে।

৩১৮২। ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল মু’মনিরা তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাওয়ার আশায় আল্লাহর দিকে তাকাতে অথবা তাদেরকে বিশেষ আধ্যাত্মিক চক্ষু দেয়া হবে যা দিয়ে তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন লাভ) দুনিয়ার বেড়াজাল থেকে মুক্ত মানবাত্মার উপর এক বিশেষ ঐশী জ্যোতি স্বরূপ প্রকাশিত হবে।

৩১৮৩। আরবরা বলে, ‘ফাকারাৎহুল দাহিইয়াতু’ অর্থ, ‘মহাবিপদ তার মেরুদন্ডের অস্থি ভেঙে দিল’ (লেইন)।

২৮। এবং বলা হবে, ‘(তাকে রক্ষা করার জন্য) কোন ওঝা^{৩১৮} আছে কি’?

وَقِيلَ مَنْ مَّوْجِبُهُ

২৯। আর সে বিশ্বাস করবে, এখন বিদায় (মুহূর্ত)।

وَكُنْ أَتَى الْفَرَاءُ

৩০। আর (মৃত্যু-যন্ত্রণায় তার) গোড়ালীর সাথে গোড়ালী ঘর্ষণ করবে^{৩১৫}।

وَالنَّظِّ السَّائِي بِالسَّائِي

৩১। সেদিন তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই হাঁকানো হবে।

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءِي

৩২। আসলে সে সত্যায়ন^{৩১৬} করেনি এবং কণামাযও পড়েনি।

فَلَا صَلَّتْ وَلَا طَلَّتْ

৩৩। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

وَكِنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

৩৪। এরপর সে দম্ভভরে তার পরিবারপরিজনের কাছে গেল।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى

৩৫। তুমি ধ্বংস হও! আবারও ধ্বংস হও!

أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى

৩৬। পুনরায় (বলছি) তুমি ধ্বংস হও। আবারও ধ্বংস হও^{৩১৭}!

ثُمَّ أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى

দেখুন : ক. ৭৪ঃ৪৪ খ. ৭৪ঃ৪৭।

৩১৮৪। এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে : (১) মৃত্যুমুখী মানুষের আত্মার সাথে কে যাবে-দয়ার ফিরিশ্তা যে তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে, অথবা শাস্তির ফিরিশ্তা যে তাকে দোযখে নিয়ে যাবে? (২) এমন যাদুকর আছে কি, যে আসন্ন মৃত্যুকে ঝাড়ফুঁক দিয়ে টলিয়ে দিতে পারে কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যু-যন্ত্রণাকে প্রশমিত করতে পারে?

৩১৮৫। ‘সাক’ শব্দটির অর্থ ‘হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দেহাংশ’। ‘গোড়ালীর সাথে গোড়ালী ঘর্ষণ’ এটি একটি আলঙ্কারিক বা রূপক কথা, যার অর্থ মহাদুর্যোগ বা মহাকষ্ট। ২১৭৭ টীকা দেখুন। এই আয়াতটির মর্ম মৃত আত্মার উপর কষ্টের পর কষ্ট নেমে আসবে। নিকটতম আত্মীয় ও প্রিয়জনকে চিরতরে পিছনে ছেড়ে যাওয়ার কষ্টের সাথে যুক্ত হয় মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং তার সাথে অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে যুক্ত হয় পরকালের অপেক্ষমান শাস্তির চিন্তা।

৩১৮৬। ‘সাদ্কা’ বিশ্বাসের স্থলবর্তী এবং ‘সাল্লা’ সৎকর্মের স্থলবর্তী, বিশ্বাস ও সৎকর্ম (ঈমান ও আমল)। এই দুটি ইসলামের মূল কথা। নামায ইবাদতের সারবস্তু। ইবাদত মানে নিজেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করে দেয়া এবং নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর বিধানের (শরীয়তের) সাথে একাকার করে নেয়া। এই হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় ‘কাফিরের দেহ ও মন উভয়ই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।’

৩১৮৭। কাফির, অহঙ্কারী, বিদ্রোহী ব্যক্তির প্রতি ‘অভিসম্পাত’ বার বার উচ্চারণ করার তাৎপর্য হলোঃ তার শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা তার ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা উক্ত যন্ত্রণা ও শাস্তির গভীরতা, ব্যাপ্তি ও আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

★ ৩৭। মানুষ কি মনে করে, তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হবে^{৩১৮৮}?

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝

৩৮। ^কসে কি বীর্যের একটা ফোঁটা ছিল না যা (মাতৃগর্ভে) নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছিল?

أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِنْ مَيِّ يَنْفَى ۝

৩৯। ^খএরপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হলো। এরপর তিনি তাকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাকে সুসামঞ্জস্যতা দান করেন।

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝

৪০। ^গএরপর তিনি তা থেকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ নর ও নারী (রূপে)।

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

^২
[১০] ৪১। তিনি কি ^ঘমৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন^{৩১৮৯}?
১৮

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ نَحْيِيَ الْمَوْتَى ۝

দেখুন : ক. ১৮ঃ৩৮; ৩৬ঃ৭৮; ৮০ঃ২০ খ. ২৩ঃ১৫; ৪০ঃ৬৮; ৯৬ঃ৩ গ. ৯২ঃ৪ ঘ. ১৭ঃ৫১-৫২; ৩৬ঃ৮০; ৪৬ঃ৩৪।

৩১৮৮। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে অতি নগণ্য এক ফোঁটা শুক্র-বীর্য থেকে সৃষ্টি করে তাকে এতসব প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছেন যে সে সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সকল প্রকারের সৃষ্টি আবর্তিত হয়। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তা মানুষকে খাওয়া-দাওয়া ও ফুর্তি করার জন্য একেবারে মুক্ত ছেড়ে দিয়েছেন বলে মনে করাটা ঐশী প্রজ্ঞার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিহীন।

৩১৮৯। সেই প্রভু যিনি মানুষকে নগণ্য বস্তু থেকে এত বড় ক্ষমতাবান ও গুণসম্পন্ন করেছেন, মৃত্যুর পরে যখন তার হাড়গোড় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মাটিতে মিশে যায় তখনো তিনিই তাকে নব জীবন দানের ক্ষমতা রাখেন, যাতে সে সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে।